সৎ মানুষের সন্ধানে

কর্ণফুলীর নির্বাচিত কলাম

বাংলাদেশ এখন সৎ মানুষের সন্ধানে। দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ, মাস্তান ও ঘুষখোরে ছেয়ে গিয়েছিল দেশটা। এখনও যে অবস্থাটা খুব বদলে গেছে তা নয়। তবে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। কেউ বলে দেয়নি, কেউ হুঁশিয়ার করেনি, কিন্তু মোবাইলের ৫০ টাকা দামের যে প্রিপেইড কার্ড দোকানি দুই টাকা বেশি না দিলে বিক্রি করতেন না, তিনি ইদানীং বদলে গেছেন। তিনি দুই টাকার আবদার করছেন না। ৫০ টাকা দামের পণ্য ৫০ টাকাতেই বিক্রি হচ্ছে। বাংলাদেশ খাদের কিনারে চলে গিয়েছিল। প্যারিসভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে বাংলাদেশ পর পর তিনবার দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হয়। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় সরকারের আমলেই টিআই এই কলঙ্ক তিলক বাংলাদেশের কপালে এঁকে দেয়। কিন্তু দুই দলের নেতারা এই ব্যাধি নিরসনে আন্তরিক হননি। ইনিয়ে-বিনিয়ে দোষ চাপিয়েছেন টিআই'র কাঁধে। অন্যদিকে ঘাতক ব্যাধি এইডসের মতোই দুর্নীতি ও ঘুষ সমাজে মিশেছে চর্বির মতো। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের যে মিল থাকা দরকার এই সনাতনী ধারণা বুড়িগঙ্গায় বিসর্জন দেয়া হয়েছিল। শহর নয়, গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলো কেমন বদলে যেতে শুরম্ন করেছিল। টাউট, বাটপার, ধান্দাবাজদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলছিল। থানা পুলিশের সঙ্গে দালাল ও ঠগবাজের সন্ধি হয়েছিল। গ্রাম, মফঃস্বল শহরের ঐতিহ্যবাহী দৃশ্যের বিলুপ্তি ঘটেছিল। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, বড়'র প্রতি ছোট'র শ্রদ্ধা এবং ছোট'র প্রতি বড়'র স্নেহ, বিশেষ করে ছাত্র-শিক্ষকের ঐতিহ্যবাহী সম্পর্ক ছিল এককালের অতি চেনা জগৎ। অনেকের মতে এই অলিখিত সামাজিক নিয়মের ওপরই দাঁড়ানো ছিল আইনের শাসন। সভ্যতার বিবর্তনের কোন পর্বেই মৃত্যুসমতুল্য কঠোর শাস্তি দিয়ে সমাজ রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। যায়নি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। গত দুই দশকে বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ মানুষ বিদেশে গেছেন। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সই আজকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের আসল শক্তি। বাংলাদেশের এমন কোন জেলা-থানা এমনকি ইউনিয়নও হয়তো পাওয়া যাবে না, যারা বাইরের দুনিয়া দেখেননি। ইউরোপে, মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশের মানুষ দেদার প্রত্যক্ষ করেছেন এবং করছেন যে, কি করে সমাজ রাষ্ট্রে নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পরিচালিত হয়। সিঙ্গাপুরে রাস্তায় থুথু ফেললে জরিমানা হয়, এই গল্প করতে করতে অনেক প্রবাসী দিব্যি ঢাকার রাজপথ নোংরা করেন। কারণ তিনি জানেন, এখানে এটাই নিয়ম। এ জন্য তাকে জরিমানা দূরে থাক, কোন মৌখিক কৈফিয়তও দিতে হবে না। ট্রাফিক শৃঙ্খলা কি বস্তু তা বিপুল শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অজানা নয়। কিন্তু মাঝরাতে তারা ট্রাফিক সিগন্যাল লঙ্ঘন করেন অবলীলায়। বাংলাদেশের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা এমন পর্যায়ে ঠেকেছিল যে, ঘুষ, টু-পাইস ও উপরি ছাড়া কথা নেই। টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি, ইত্যাদি সুবিধা ভোগ করতে হলে এর বাড়তি যন্ত্রণা ভোগ করতেই হবে। টেলিফোন লাইন অকেজো হলে ডাকলেই লোক আসবে তা কেউ নিশ্চিত করতে পারে না। বিদ্যুৎ চলে গেলে কখন আসবে, কতক্ষণ লোডশেডিং হবে তা জানার উপায় থাকছে না। ওয়াসা'র পানিতে ময়লা এলে তার প্রতিকার কখন কিভাবে হতে পারে তা উপরওয়ালাই জানেন। বিপদে আপদে যে পুলিশই ভরসা ছিল, মানুষ তাদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বরং অবস্থা এমন ঠেকেছে যে, কেউ কারও হাতে অন্যায়ভাবে মার খেলে, চারপাশ তাকিয়ে দেখে, আবার পুলিশ দেখে ফেললো না তো, তাহলে তাকে বাড়তি অত্যাচার সইতে হবে। কোন না কোনভাবে চাঁদা ও উপরি

দেয়া হয়ে পড়ছে প্রতিটি মানুষের জীবনের নিত্যসঙ্গী। এমনকি যে ভিড়গা করে বেড়ায় তাকেও পুলিশসহ কাউকে না কাউকে টু-পাইস দিয়ে খুশি রাখতে হয়।

পর্যবেক্ষকরা একমত, এই যে চিত্র তা রাতারাতি তৈরি হয়নি। দলমত নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ ও ভূমিকা আছে এতে। তবে ১১ই জানুয়ারির পট পরিবর্তন একটি নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এখন সত্যিই সৎ মানুষ খোঁজার সময়। গত দেড় দশক জুড়ে রাজনীতিবিদ ও তাদের মোসাহেবরা সমাজটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিলেও এদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী এখনও সৎ জীবন যাপন করে। তারা বাছ-বিচার করেন। নৈতিকতা, সততা, সুনাম- এসব অদৃশ্য সম্পদের মালিক হিসেবে নীরবে-নিভৃতে নিজেদের গর্বিত ভাবেন। অসৎ টাকাওয়ালাদের দিকে ঘৃণার দৃষ্টি নিয়েই তাকান। জানা যাচ্ছে, অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমন একটা পরিবর্তন আনতে চান যেখানে সততা, ন্যায়পরায়ণতা হবে নিয়ামক শক্তি। নৈতিকতা ছাড়া কোন মতবাদ বা কোন শক্তিশালী আইনই সুশাসন দিতে পারবে না। ধারণা করা হচ্ছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হবে। এই মুহূর্তে সম্ভাব্য উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের অনেকেই বড় দু'টি দলের মোসাহেব। এরা গম চুরি, টিন চুরিতে ওস্তাদ এমপিদের সাগরেদ ছিলেন। এদেরও রয়েছে কালো টাকা ও মাস্তান বাহিনীর দাপট। এখন উপজেলা নির্বাচন দিলে এবং তা যদি অবাধ ও সুষ্ঠুও হয় তাহলে তার মধ্য দিয়ে একটি শক্তিশালী অসৎ ও দুর্বৃত্তের দল বেরিয়ে আসবে। এরা জনসেবক নয়, বড় দু'দলের খেদমতগার। তবে চ্যালেঞ্জ হলো, এদের পরিবর্তে নিরীহ, শান্ত, মেধাবী, সমাজসেবীদের সামনে নিয়ে আসা। অনেকে বলছেন, আগে এরকমের একটি মডেল নির্বাচন করা হোক। সত্যিকারে নির্দলীয় ভিত্তিতে এই নির্বাচন হতে হবে। জানা গেছে, সৎ মানুষদের একটি অলিখিত তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। যাদের আয়-ব্যয়ের মিল আছে। জীবনযাপনেও তার ছাপ রয়েছে। সহায়-সম্পদের তালিকা প্রকাশ করতে পারে বিনা দ্বিধায়– তাদেরকেই নাকি অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এই উদ্যোগের প্রতি দেশের সাধারণ মানুষ জোর সমর্থন দেবেন বলেই সংশিষ্টরা আশা করছেন। অনেকে বলছেন, এই সৎ লোকদের যদি সরকারিভাবে কোন কাজে না-ও লাগানো হয় তাহলেও সমাজে এর শক্তিশালী ইতিবাচক প্রভাব থাকবে। কারণ দেশবাসী এতদিন গ্রাম সরকার, ভিজিএফ কার্ড বিক্রি, দলীয় কর্মী, টিনের ডিলার ইত্যাদির জন্য ক্ষমতাসীন দলগুলোকে 'উপযুক্ত লোক' বাছাই করতে দেখেছে। এভাবে তারা দেখেছে, টাউট-বাটপারে দেশটা ছেয়ে গেছে। এবার তারা জানবেন, সৎ লোকদের সন্ধান চলছে। এখন সমাজে সৎ মানেই গুণী। সরকারের তরফে গুণীজনদের সম্মান জানানোর উদ্যোগকে দুই বড় দলও সমর্থন না জানিয়ে পারবে না। কারণ এই দু'দলের সাইলেন্ট মেজরিটি সৎ। তাদের এতদিন বুক ফেটেছে তো মুখ ফাটেনি। বিশেষকরা মনে করেন, সৎ লোক খোঁজার আন্দোলনে দুই বড় দলকেন্দ্রিক রাজনৈতিকভাবে সচেতন গুণীজনরাই বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। তবে এই সৎ মানুষেরা কিভাবে একত্রিত হবেন তা নিয়েই এখন রীতিমতো গবেষণা চলছে। সঠিক দিকনির্দেশনা এখনও অনুপস্থিত।

কর্ণফুলীর নির্বাচিত কলামটি নেয়া হয়েছে বাংলাদেশে প্রকাশিত দৈনিক মানব জমিন থেকে।